



প্রতিবেদন মাস: জুন - আগস্ট, ২০২৬

প্রতিবেদন নং: ২০২৬/০১

প্রকাশনা: পেইজ উন্নয়ন বার্তা

উদ্ভাবনে নতুন দিগন্ত:

প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও স্বাবলম্বী তরুণ প্রজন্ম

বিশেষ আয়োজন

সফল উদ্যোক্তার গল্প ও অনুপ্রেরণা

বেকারত্ব দূরীকরণে আধুনিক প্রশিক্ষণের ভূমিকা

পেইজ উন্নয়ন বার্তা

উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুখপত্র



পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার

(একটি স্বেপার্জিত উন্নয়ন সংস্থা)

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (পেইজ)-এর ত্রৈমাসিক বুলেটিন ‘পেইজ উন্নয়ন বার্তা’-র ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন প্রকাশনাটি বন্ধ থাকার পর, যা আবার নতুন উদ্যোগে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এই বিশেষ মুহূর্তে আমি সংস্থার সকল উপকারভোগী, কর্মী, শুভানুধ্যায়ী এবং অংশীজনদের জানাই আমার হৃদয়নিংড়ানো অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। ১৯৯৪ সালে যাত্রার পর থেকে দীর্ঘ ৩১ বছর ধরে পেইজ সত্যতা ও সুনামের সাথে দেশের প্রান্তিক, অবহেলিত ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে আসছে। কুমিল্লাসহ দেশের ১৭টি জেলার ৯৭টি উপজেলায় আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, কর্মসংস্থান, নারী উন্নয়ন, সামাজিক বনায়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মত বহুমুখী উদ্যোগ আজ বহু মানুষের জীবনে নতুন আশার আলো জ্বালিয়েছে।

আমাদের পরিচালিত জুন ২০২৬ ইহতে আগষ্ট, ২০২৬ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি সচিব প্রতিবেদনের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের এই ১ম সংখ্যাটি প্রকাশ করা হলো। আশা করি, ‘পেইজ উন্নয়ন বার্তা’-র মাধ্যমে আপনারা আমাদের কাজের গতিধারা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারবেন এবং এটি সংস্থার তথ্যভান্ডারকে আরও সুসংগঠিত করবে। আপনাদের নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা ও ভালোবাসাই আমাদের মূল চালিকাশক্তি। আসুন, সাম্য ও সমৃদ্ধির নতুন বাংলাদেশ গড়তে আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলবো।



ছোটো উদ্যোগে
মানব সক্ষমতার
বিকাশ

রেইজ প্রকল্পের উদ্যোগে কুমিল্লায় চাকরি মেলা ২০২৬ আয়োজন

বিশ্ব ব্যাংক এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার কর্তৃক বাস্তবায়নাবীন রেইজ প্রকল্পটি কুমিল্লা জেলার শহর ও উপ-শহরাঞ্চলে ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ঋণ সহায়তা প্রদান, অ-নানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সহ নিম্ন আয়ের পরিবার ভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি কর্মসূচীর মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিয়ে কাজ করে আসছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশি ও নিয়োগ দাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন এবং উপযুক্ত কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে রেইজ প্রকল্পের উদ্যোগে গত ১৭ জুন, ২০২৬ তারিখ কুমিল্লা টাউন হল মাঠে দিন ব্যাপী চাকুরী মেলা ২০২৬ এর আয়োজন করা হয়। উক্ত চাকুরী মেলায় স্বনামধন্য ২৫ টি চাকুরী দাতা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। চাকুরী মেলার মূল আকর্ষণ ছিল অন-স্পট সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে চাকুরির সুযোগ, ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং ও লাইভ সিডি রিভিউ। মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম পাটওয়ারী, উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর, কুমিল্লা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ইসহাক, উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কুমিল্লা, জনাব এ কে এম আব্দুস সেলিম, সভাপতি, পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ ইউনুছ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পেইজ ও রেইজ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তা এবং দেশের স্বনামধন্য বিভিন্ন নিয়োগ দাতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, প্রকল্পভুক্ত ওস্তাদ শিক্ষানবিশি ও প্রকল্প বহিঃভূত অন্যান্য সদস্য ও বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধি গণ।

তারুণ্যের মেধা ও কর্মসংস্থানের সেতুবন্ধ: চাকরি মেলা ২০২৬

রেইজ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লায় ২৫টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে ১৭৫ জন তরুণের তাৎক্ষণিক নিয়োগ।

এক নজরে চাকরি মেলা ২০২৬

- * আয়োজক: পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (‘রেইজ’ প্রকল্প)
- * সহযোগিতায়: বিশ্ব ব্যাংক এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
- * তারিখ ও স্থান: ১৭ জুন, ২০২৬। টাউন হল মাঠ, কুমিল্লা
- * অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান: ২৫টি স্বনামধন্য নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান
- * মূল অর্জন: অন-স্পট সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ১৭৫ জন যোগ্য প্রার্থীর তাৎক্ষণিক নিয়োগ

দেশের তরুণ সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর এবং তাদের জন্য স্থায়ী ও সম্মানজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে গত ১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কুমিল্লার ঐতিহাসিক টাউন হল মাঠে অনুষ্ঠিত হলো দিনব্যাপী ‘চাকরি মেলা ২০২৬’। বিশ্ব ব্যাংক ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সার্বিক সহযোগিতায় এই জমকালো মেলাটি সফলভাবে আয়োজন করে পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-এর ‘রেইজ’ (RAISE) প্রকল্প। মেলাটি স্থানীয় চাকরির বাজারে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

এই মেলাটি কেবল চিরাচরিত জীবনবৃত্তান্ত (CV) সংগ্রহের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তরুণ চাকরিপ্রার্থীদের সরাসরি নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারকদের মুখোমুখি করার একটি দুর্লভ প্র্যাটফর্ম গড়ে তোলে।



মেলা মূল আকর্ষণ ও সাফল্য

মেলা প্রাঙ্গণে হাজারো চাকরিপ্রার্থী তরুণ-তরুণীর সমাগম ঘটে। প্রার্থীদের জন্য আয়োজন করা হয় অন-স্পট ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং, বিভিন্ন মান যাচাই ও তাৎক্ষণিক সংশোধনের জন্য 'লাইভ সিভি রিভিউ' সেশন। মেলার সবচেয়ে বড় অর্জন ও আকর্ষণ ছিল অন-স্পট ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ১৭৫ জন যোগ্য তরুণ-তরুণীকে বাছাই পূর্বক তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রদান। এটি অনেক প্রার্থীর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে পরিণত হয়।

অংশগ্রহণকারী খাত ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ

প্রধান অংশগ্রহণকারী খাত	অংশগ্রহণকারী স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ	মোট প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)
শিল্প ও কর্পোরেট খাত	প্রাণ-আরএফএল, ওয়ালটন, সিঙ্গার, আডুং, এসিআই প্লাস্টিক, কাদেনা ফুটওয়্যার ও হালিমা টেলিকম ইত্যাদি।	৭টি
তথ্যপ্রযুক্তি ও আইটি (IT)	কুমিল্লা আইটি, স্টীম আইটি ও পারফেক্ট আইটি।	৩টি
ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (SME)	নকশীপট যুব মহিলা সমিতি, বিউটি সিগনেচার বাই নুপুর, জালাত কেক কর্নার, বিকি'স ব্লক বাটিক, রূপকথা, সুয়াগাজী এয়ার ট্রাডেলস এন্ড টুরস।	৬টি
এনজিও ও অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থা	কুমিল্লা এইড, প্রত্যয় সহ অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ।	৯টি

বিশেষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রতিবেদন সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার নতুন আলো: প্রাতিষ্ঠানিক প্রাস্তিক চিকিৎসা

দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাও আবশ্যিক। তা না হলে উন্নয়ন কখনো টেকসই হবে না। এই উপলব্ধি থেকে পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার - এর কর্ম এলাকায় দক্ষ ডিপ্লোমা প্যারামেডিক ডাক্তারদের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গ্রামীণ পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা নিশ্চিত করার জন্য পেইজ- এর ৫টি শাখায় (কুমিল্লা সদর-০৩, লাকসাম, বরুড়া, চৌদ্দগ্রাম, ও চান্দিনা) ডিপ্লোমা প্যারামেডিক ডাক্তারদের মাধ্যমে অফিস ও মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

আমাদের প্রধান সেবাসমূহ:

- * প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান (ব্লাড প্রেশার পরিমাপ, ডায়াবেটিস, নেবুলাইজার, বি এম আই, প্রেগন্যান্সি টেস্ট ও থ্যারাপি ইত্যাদি)।
- * স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি।
- * পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক পরামর্শ ও গর্ভকালীন ও গর্ভপরবর্তী পরিচর্যা।
- * শিশুর পুষ্টি নিয়ে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি।
- * পানিবাহিত ও বায়ুবাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং স্যানিটোরি পায়খানা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।



জুন - আগস্ট ২০২৬: সার্বিক অর্জনের পরিসংখ্যান

চলতি জুন হইতে আগস্ট ২০২৬ মাসে মোট ৫টি এলাকায় ব্যাপকভাবে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী ও স্বাস্থ্য সচেতনতা সভায় প্রাপ্ত মূল অর্জনসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

- * সমিতি পরিদর্শন : ২৫৮ টি (লক্ষ্যমাত্রা ২৫৮)
- * সেবা গ্রহণকারী সদস্য : ২,৩৪৮ জন
- * উঠান বৈঠক আয়োজন : ২২ টি (অংশগ্রহণকারী ৪৭৮ জন)
- * স্ট্যাটিক ক্লিনিক সেবা : ১,৩৭২ জন (৯৮টি ক্লিনিক)
- * চোখের ক্লিনিং ও ছানি : ১৮৫ জন ক্লিনিং, ২৩ জন ছানি রোগী
- * বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প : ২৪ জন সেবা প্রাপ্ত, ০৫ জন অপারেশন
- * রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস : ১৩৬০ জন প্রেশার, ১৭০ জন ডায়াবেটিস
- * বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা : ৫০ জন গর্ভবতী, ২৬ জন প্রসূতি, ১৮০ শিশু



জুন হইতে আগস্ট ২০২৬ মাসের প্রতিবেদনে দেখা যায়, উচ্চ রক্তচাপ (৩৫৭ জন)

ও নিম্ন রক্তচাপ (৩৩৬ জন) সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ঝুঁকি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অত্যন্ত

প্রকট। পাশাপাশি ডায়াবেটিস এবং চোখের ছানি রোগীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার কর্তৃক পরিচালিত প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য সেবা ও স্ট্যাটিক ক্লিনিক গ্রামীণ প্রাস্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অসামান্য ভূমিকা পালন করে আসছে। হাসপাতালে জটিল রোগীদের সময়মতো রেফার করার মাধ্যমে মৃত্যুঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে।

দরিদ্র ও বস্তিবাসী শিশুদের শিক্ষা অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন - আগস্ট, ২০২৬

‘পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার’ একটি শীর্ষস্থানীয় জাতীয় উন্নয়নমূলক সংস্থা। সংস্থাটি তার সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কর্ম এলাকার দরিদ্রতা দূরীকরণ ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায়, দরিদ্র ও বস্তিবাসী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৮ সাল থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ‘প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষা কেন্দ্র’ পরিচালনা করা হচ্ছে। সংস্থাটি প্রতিবছর তার নিজস্ব তহবিল থেকে এ মানবিক কর্মসূচির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করে।

এক নজরে মূল অর্জন

৩০ টি প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষাকেন্দ্র	৯০০ জন বর্তমান মোট ছাত্র-ছাত্রী	৯,৬৬০ জন সর্বমোট শিক্ষা গ্রহণকারী (২০০৮-২০২৬)
---	---------------------------------------	---



শিক্ষা কর্মসূচির মৌলিক তথ্য

ক্রমিক	বিবরণ / সূচক	পরিমাণ / তথ্য
১	প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা	৩০ টি
২	বর্তমান শিক্ষিকার সংখ্যা	৩০ জন
৩	বর্তমান ছাত্র সংখ্যা	৪১১ জন
৪	বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা	৪৮৯ জন
৫	বর্তমান মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা	৯০০ জন
৬	এ যাবৎ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে	৯,৬৬০ জন

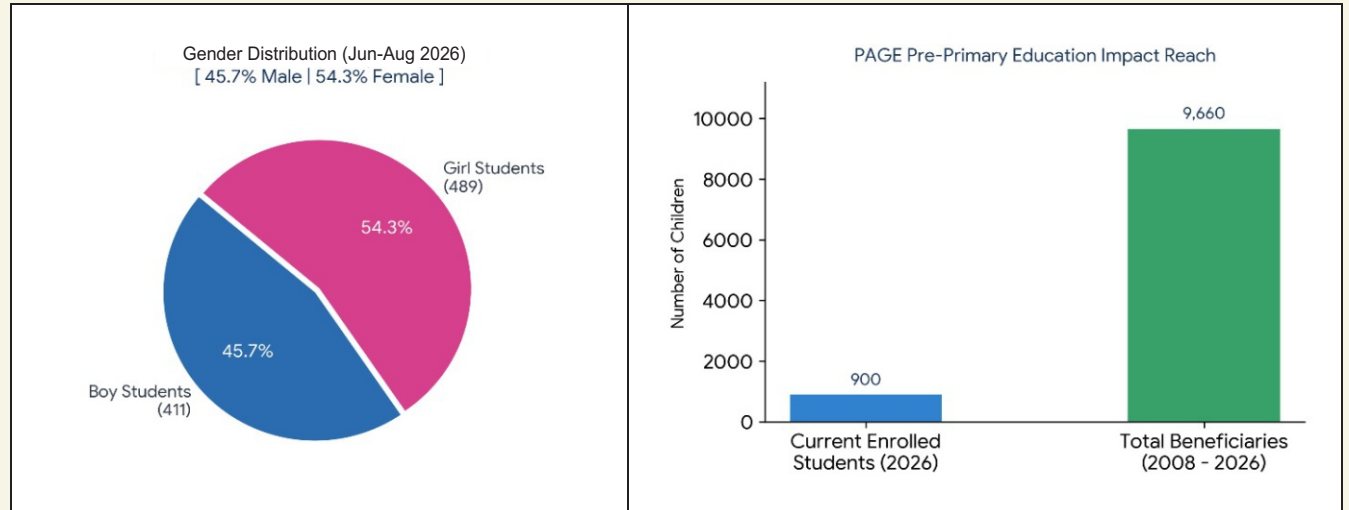


কর্ম এলাকা ও পরিচালন কৌশল

📍 **ভৌগোলিক পরিধি** : কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত বস্তি এলাকা, আদর্শ সদর এবং সদর দক্ষিণ উপজেলা।

🏠 **কেন্দ্র কেন্দ্রিক সক্ষমতা** : প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে ৩০ জন সুবিধা বঞ্চিত শিশুকে সম্পূর্ণ বিনা খরচে শিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

👨🏫 **শিক্ষিকা ও পরিচালনা** : ৩০ টি কেন্দ্রের জন্য ৩০ জন নিবেদিতপ্রাণ স্থানীয় শিক্ষিকা সরাসরি পাঠদান ও তদারকিতে নিয়োজিত আছেন।



সামাজিক প্রভাব

২০০৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত এই শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৯,৬৬০ জন দরিদ্র ও বস্তিবাসী শিশু শিক্ষার আলো পেয়েছে। শিশু শিক্ষার পাশাপাশি নারী শিক্ষার প্রসারেও এটি ভূমিকা রাখছে (বর্তমানে ছাত্রী অনুপাত ৫৪.৩%)। পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার নিজস্ব অর্থায়নে এই মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখে টেকসই সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

কক্সবাজারে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার

জরুরি মানবিক সহায়তা, খাদ্যসামগ্রী বিতরণ ও বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রমের বিশেষ প্রতিবেদন।

সংক্ষেপে সাহায্য ও ক্ষতি পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ:

- * এলাকা : সাতকানিয়া ও রামু উপজেলা (কক্সবাজার জেলা ও সংলগ্ন অঞ্চল)
- * পানিবন্দি মানুষ: প্রায় ২,০০,০০০ (দুই লাখ) মানুষ
- * বন্যা স্থায়ীত্বকাল: ৭ থেকে ৮ দিন ধরে একটানা পানিবন্দি অবস্থা
- * উপকারভোগী: ৭২ টি পরিবার
- * প্রধান সহায়তা: চাল, ডাল, তেল, পেঁয়াজ, আলু, চিড়া, বিশুদ্ধ পানি, মশার কয়েল, মোমবাতি, গ্যাস লাইট এবং ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ



বন্যা পরিস্থিতি ও দুর্গত এলাকার সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের ফলে কক্সবাজার জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বন্যা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। বিশেষ করে চকরিয়া, সাতকানিয়া এবং রামু উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে বিস্তারিত ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। উজান থেকে নেমে আসা পানি ও টানা ভারি বর্ষণে এসব উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উপজেলার প্রায় ৫০ হাজার মানুষ চরম মানবিক সংকটে পড়েন এবং সমগ্র অঞ্চল জুড়ে প্রায় ২ লাখ মানুষ দীর্ঘ ৭-৮ দিন ধরে পানিবন্দি অবস্থায় দিন অতিবাহিত করেন। পানির নিচে তলে যায় বসতবাড়ি, রাস্তাঘাট ও ফসলি জমি। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির চরম সংকট দেখা দেয়। এমন এক দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে দুর্গত মানুষদের বাঁচিয়ে রাখা এবং তাদের মুখে খাবার ভুলে দেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে।



পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার - এর মানবিক সাড়া ও ত্রাণ উদ্যোগ

বন্যা দুর্গত মানুষের অসীম দুর্ভোগ ও হাহাকার দেখে তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয় 'পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার'। সংস্থার ম্যানেজমেন্ট ও কর্মী দল সরোজমিনে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করে জরুরি ত্রাণ ও চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করে। পানিবন্দি ও গৃহহীন হয়ে পড়া পরিবারের জীবন রক্ষায় পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার খাদ্য প্যাকেজ বিতরণ ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

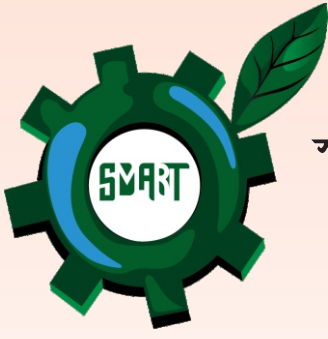
মাঠপর্যায়ের সহায়তার বিবরণ

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	বিস্তারিত বিবরণ	উপকৃত / লক্ষ্যমাত্রা
খাদ্য সহায়তা	চাল, মসুর ডাল, সয়াবিন তেল, পেঁয়াজ, আলু, শুকনো চিড়া	দৈনন্দিন খাদ্যের চাহিদা পূরণ
জরুরি আলো ও নিরাপত্তা	মোমবাতি, গ্যাস লাইট, মশার কয়েল	বিদ্যুৎহীন ও মশার প্রকোপ থেকে রক্ষা
বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত	বিশুদ্ধ খাবার পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ নির্দেশিকা	পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ
বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা	ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প গঠন ও প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান	সাতকানিয়া ও রামু উপজেলার পরিবারসমূহ

মাঠপর্যায়ে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম

পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মী বাহিনী সরাসরি বন্যা কবলিত এলাকায় গিয়ে ঘরে ঘরে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেন। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর মধ্যে অতি-দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ে বিতরণ করা ত্রাণ সামগ্রী যাদের মাঝে পৌঁছানো হয়:

- * সাতকানিয়া উপজেলা: সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার প্রায় ৩২টি অতি-দরিদ্র পরিবারের মাঝে পূর্ণাঙ্গ খাদ্য ও জরুরি সামগ্রী বিতরণ।
- * রামু উপজেলা: পানিবন্দি অবস্থায় থাকা প্রায় ৪০টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।



স্মার্ট (SMART) প্রকল্প

স্মার্ট কৃষি ভাবনায় নতুন দিগন্ত, লিড ফার্মার এক্সপোজার ভিজিট

উদ্যোগে: স্মার্ট প্রোগ্রাম - ডেভেলপমেন্ট (কৃষি)

Special Programme - Development (Agriculture)

ভূমিকা ও উদ্দেশ্য

আধুনিক ও লাভজনক কৃষির ভিত্তি হলো সঠিক তথ্য, উন্নত প্রযুক্তি এবং মাঠপর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা। গ্রামীণ প্রান্তিক ও উদ্যমী কৃষকদের মাঝে পরিবেশবান্ধব এবং স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার ঘটাতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) - এর অর্থায়নে এবং পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (PAGE Development Centre)- এর নিমসার শাখার উদ্যোগে 'Special Programme - Development (Agriculture)' প্রকল্পের আওতায় গত ৮ জুন ২০২৬ তারিখ রোজ সোমবার এক ফলপ্রসূ 'লিড ফার্মার এক্সপোজার ভিজিট' আয়োজিত হয়। এই ভিজিটের মূল উদ্দেশ্য ছিল অগ্রসর কৃষকদের দেশের শীর্ষস্থানীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সফল উদ্যোক্তাদের প্রত্যক্ষ কার্যক্রমের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, যেন তারা অর্জিত জ্ঞান নিজেদের মাঠে প্রয়োগ করার পাশাপাশি এলাকার অন্যান্য কৃষকদের মাঝেও তা সম্প্রসারণ করতে পারেন।



পরিদর্শন স্থান ও অর্জিত অভিজ্ঞতা

দিনব্যাপী এই শেখার সফরে ২৫ সদস্যের দলটি কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং স্থানীয় সফল কৃষি উদ্যোগগুলো সরজমিনে পরিদর্শন করে:

- * বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI), কুমিল্লা : প্রতিষ্ঠানের ইনচার্জ ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুজাফ্ফর আলম, ড. মোঃ মোখতার হোসেন সহ উচ্চপদস্থ বিজ্ঞানীবৃন্দ দলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। তাঁরা BARI - এর গবেষণা ও প্রদর্শনী প্লটে পরিচালিত বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এবং উচ্চফলশীল জাতের আবাদ পদ্ধতি সরেজমিনে ঘুরে দেখান।
- * হার্টিকালচার সেন্টার ও BADC, কুমিল্লা ও সৈয়দপুর: হার্টিকালচার সেন্টারের উপ-পরিচালক, BADC - এর পরিচালক সাজেদুর রহমান এবং উপ-সহকারী পরিচালক খাদিজা আক্তার তাঁদের কেন্দ্রসমূহে উৎপাদিত মানসম্পন্ন চারা-কলম, আধুনিক উদ্যান প্রযুক্তি এবং বাজ সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করেন।
- * নিরাপদ সবজি রপ্তানি কেন্দ্র বেজবাড়ি, মোকাম, হালগাঁও ও বুড়িচং: নিরাপদ সবজি রপ্তানিকারক মোঃ সালাম ও ইয়াসিন মিয়া আন্তর্জাতিক বাজারে সবজি রপ্তানির মানদণ্ড, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়া এবং বৈশ্বিক বাজারের সম্ভাবনা সম্পর্কে কৃষকদের ব্যবহারিক ধারণা দেন।
- * ট্রাইকো-কম্পোস্ট সার উৎপাদন কেন্দ্র: পরিবেশবান্ধব ট্রাইকো-কম্পোস্ট সার উৎপাদনকারী সফল উদ্যোক্তা মোঃ মতিন মিয়া তাঁর উৎপাদন কেন্দ্রের বিভিন্ন চেম্বার, কম্পোস্ট প্রস্তুতপ্রণালী ও উৎপাদন প্রযুক্তির কলাকৌশল কৃষকদের সামনে তুলে ধরেন।



ভিজিটের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও প্রভাব

এই এক্সপোজার ভিজিটটি অংশগ্রহণকারী কৃষক ও কর্মকর্তা উভয়ের জন্যই অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও প্রেরণাদায়ক ছিল। ভিজিট থেকে অর্জিত প্রধান প্রধান অর্জনসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

- * প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন: আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, উচ্চফলশীল জাত এবং উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতির সাথে সরাসরি পরিচিতি।
- * নিরাপদ সবজি ও রপ্তানি সম্ভাবনা: রাসায়নিকমুক্ত নিরাপদ সবজি উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তা রপ্তানির নিয়মাবলী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ।
- * জৈব সার উৎপাদনে আগ্রহ সৃষ্টি: ট্রাইকো-কম্পোস্টের মাধ্যমে মাটি স্বাস্থ্য রক্ষা ও স্বল্প খরচে মানসম্পন্ন জৈব সার তৈরীর কৌশল শেখা।
- * মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণের অঙ্গীকার: অর্জিত অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক জ্ঞান কৃষকরা তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় ছড়িয়ে দিতে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎসাহিত হয়েছেন।

‘নবায়নযোগ্য শক্তির আলোয় টেকসই আগামীর পথে পেইজ

প্রতিবেদন: পরিবেশ ও সবুজ শক্তি | উদ্যোগে: পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ও ইডকল

যাত্রার সূচনা ও স্ট্র্যাটেজিক অংশীদারিত্ব

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের টেকসই পরিকাঠামো ও সবুজ শক্তি বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে প্রতিষ্ঠানটি। ইডকল-এর একটি বিশ্বস্ত ও অন্যতম পার্টনার অর্গানাইজেশন হিসেবে পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার তৃণমূলে জাতীয় লক্ষ্যমাত্র অর্জনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

সংক্ষেপে পেইজ-ইডকল অংশীদারিত্বের মূল স্তম্ভসমূহ:

- * যৌথ লক্ষ্য : দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা।
- * অর্থায়ন ও প্রযুক্তি : ইডকল-এর কারিগরি ও মেয়াদি আর্থিক সহায়তা।
- * মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন : পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের সুসংগঠিত নেটওয়ার্ক।
- * মনোযোগের প্রধান ক্ষেত্র : জ্বালানি সক্ষমতা বৃদ্ধি, সোলার ইরিগেশন ও রুফটপ সোলার বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা।

কার্যক্রমের মূল ক্ষেত্রসমূহ

পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, ইডকল-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় নবায়নযোগ্য শক্তি এবং শক্তি-দক্ষ অবকাঠামো গড়ে তুলতে তিনটি প্রধান স্তম্ভকে কেন্দ্র করে কাজ পরিচালনা করে আসছে:

- * অবকাঠামো উন্নয়ন: গ্রামীণ ও মেধাভিত্তিক অবকাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন।
- * জ্বালানি শক্তির দক্ষতা উন্নয়ন (Energy Efficiency): শিল্প ও পারিবারিক পর্যায়ে জ্বালানি অপচয় রোধে প্রযুক্তির আধুনিকায়ন।
- * নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তির বিকাশ: পরিবেশবান্ধব সৌর শক্তি নির্ভর উদ্যোগসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান ও সার্বিক সম্প্রসারণ।



জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন অর্জনে অবদান

সাম্প্রতিক সময়ে পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের এই নবায়নযোগ্য শক্তি কার্যক্রম বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় এক দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য এনে দিয়েছে। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করে পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য শক্তি সম্প্রসারণের ফলে কার্বন নিঃসরণ অনেক কমে এসেছে। পেইজ-এর এই টেকসই পদক্ষেপ দেশের গ্রীন ইকোনমি (Green Economy) বিনির্মাণে এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে।

ক্ষতির ধূসর ছাই থেকে ঘুরে দাঁড়ানো এক অদম্য লড়াকুর গল্প

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের রূপালী ঢেউয়ের মতোই বৈচিত্র্যময় মোঃ শামসুল আলমের জীবনের গল্প। বর্তমানে ৬০ বছর বয়সী এই দৃঢ়চেতা মানুষটির জীবনের সূচনাটা অতটা সহজ ছিল না। বাল্যকালে চরম পারিবারিক আর্থিক অনটনের কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ১০ম শ্রেণীর পর আর পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আলো থেকে নিজে বঞ্চিত হলেও, হার মানেননি জীবনের কাছে। ১৯৯৫ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তিনি পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। বর্তমানে তাঁর পরিবারে রয়েছেন স্ত্রী, ৭০ বছর বয়সী বৃদ্ধা মা এবং চার সন্তান।

একসময় শামসুল আলমের জীবনধারা ছিল বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যবসা ছিল তাঁর, যেখানে তাঁর নিজস্ব ৩টি বড় মাছের ট্রলার ছিল। সেই ব্যবসা থেকে আয় হতো প্রচুর, সংসারও চলছিল স্বাচ্ছন্দ্যে। কিন্তু সামুদ্রিক ট্রলার ব্যবসা যেমন লাভজনক, ঠিক তেমনি এর ঝুঁকিও অপরিসীম। আজ থেকে ১০ বছর আগে বাবা হারানোর শোকের পরপরই তাঁর জীবনে নেমে আসে আরেক ভয়াবহ বিপর্যয়। উত্তাল সমুদ্রের ঝড়ের কবলে পড়ে তাঁর ৩টি ট্রলারই হারিয়ে যায়। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর প্রায় ১ কোটি টাকার অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতি হয়।

বিশাল লোকসানের আঘাত কাটিয়ে ওঠা সহজ ছিল না, কিন্তু চার সন্তান আর বৃদ্ধা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি ভেঙে পড়েননি। অতি ঝুঁকিপূর্ণ ট্রলার ব্যবসার ছাই থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি এমন এক ব্যবসা খোঁজা শুরু করেন, যেখানে ঝুঁকি কম এবং আয়ের স্থায়িত্ব বেশি। ফলশ্রুতিতে আজ থেকে ১৭ বছর আগে কক্সবাজার কলাতলীর ব্যস্ততম সুগন্ধা পয়েন্টে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘সৈকত শুটকী আড়ৎ’ (দোকান নং- ১২, ড্রাগন মার্কেট, সুগন্ধা পয়েন্ট, সী-বীচ রোড, কলাতলী, কক্সবাজার)।

এখানে ছুরি, লাইট, ফাইস্যা, সুরমা, রূপচাদা, কোরাল সহ নানা জাতের সুস্বাদু সামুদ্রিক শুটকি পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। তাঁর এই নতুন ব্যবসায়ের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো - এখানে কোনো বাকিতে বিক্রয়ের ঝুঁকি নেই। পর্যটন নগরী কক্সবাজারে আসা দেশি-বিদেশি পর্যটকরাই তাঁর প্রধান ক্রেতা, ফলে বিক্রয়লব্ধ টাকা সঙ্গে সঙ্গেই উঠে আসে। এছাড়া বর্তমানে তাঁর বড় ছেলে (যিনি আইন বিষয়ে পড়াশোনা করছেন) বাবার সাথে ব্যবসায় মূল সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দোকানের পাশাপাশি আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তারা ফেইসবুক পেইজের মাধ্যমে ই-কমার্স সেবাও চালু করেছেন, যার মাধ্যমে সারা দেশ থেকে অনলাইনেই শুটকির অর্ডার নেওয়া ও সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে তাঁর প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ০৫ জন কর্মচারী কাজ করেন এবং সব খরচ বাদ দিয়ে তাঁর মাসিক নিট আয় প্রায় ০১ লক্ষ টাকা।

কক্সবাজারে এখন সারাবছরই পর্যটকদের আগমন, তাই চাহিদা বেশি। ভালো মানের শুটকি সংগ্রহের আসল সময় হলো বাংলা ভাদ্র মাস থেকে চৈত্র মাস (শুরু মৌসুম)। এই মৌসুমে কম দামে ভাল মানের শুটকি কিনে কিছুটা মজুত করে রাখতে পারলে বছরের বাকি সময় ভালো মুনাফা পাওয়া যায়। কিন্তু এই মৌসুমী ক্রয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল অতিরিক্ত চলতি মূলধনের। ঠিক এই সময়েই পাশে দাঁড়ায় ‘পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার’। পার্শ্ববর্তী এক ব্যবসায়ীর সাফল্য দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে শামসুল আলম পেইজ - রামু শাখার শাখা ব্যবস্থাপকের সাথে যোগাযোগ করেন। সংস্থার সহজ নিয়মকানুন শুনে তিনি ১ বছর মেয়াদে ৪ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই ঋণের টাকা তিনি মানসম্মত শুটকি ক্রয় ও মজুতে বিনিয়োগ করেন। সময়মতো সঠিক মূলধন পাওয়ায় তাঁর ব্যবসায়ের গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফাও লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়ে যায়।



সন্তানের সাফল্য ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন

নিজের জীবনে পড়াশোনা করতে না পারার আক্ষেপ শামসুল আলম দূর করেছেন সন্তানদের সুশিক্ষিত করে। তাঁর রক্তপানি করা উপার্জনে বড় ছেলে আইন বিষয়ে পড়ছেন, বড় মেয়ে কক্সবাজার সরকারি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স করছেন, ছোট মেয়ে একাদশ শ্রেণীতে এবং ছোট ছেলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত।

বিশাল আর্থিক বিপর্যয় সামলে উঠে শামসুল আলম আজ কেবল একজন সফল উদ্যোক্তাই নন, বরং তিনি প্রমাণ করেছেন যে সততা ও মনোবল থাকলে যেকোনো পরিস্থিতি থেকেই ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব। আগামীতে তাঁর প্রিয় প্রতিষ্ঠান ‘সৈকত শুটকী আড়ৎ’ - এর ২য় শাখা সম্প্রসারণ করার স্বপ্ন দেখছেন এই প্রবীণ লড়াই উদ্যোক্তা এবং পেইজ পরিবার তার উত্তর উত্তর সাফল্য কামনা করে। এই সাফল্যে পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার তার সঙ্গে থাকবে।

নির্বাহী সম্পাদক

মোঃ ইউনুছ
নির্বাহী পরিচালক

সম্পাদক

মোঃ মুজিবুর রহমান
পরিচালক (মানব সম্পদ ও প্রশাসন)

সহযোগীতায়

মৌসুমী সুলতানা (উর্মি)
সিনিয়র সহকারী পরিচালক

কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট

এ এস এম মুসা
অফিসার (ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন)

সার্বিক সহযোগীতায়

মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ
পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, কুমিল্লা

৬৭/৫৮, নাহার প্লাজা (৮ম তলা), নজরুল এভিনিউ, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা

মোবাইল: ০১৭১২-২৪৩২৫৭, ০১৯৫৮-৫১১৬০০

E-mail: pageed2023@gmail.com

Web: www.pagebd.org

